Contents

মাল ও মর্যাদার লোভ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

মাল ও মর্যাদার লোভ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন (كلمة الناشر)

মানব সমাজে শান্তি ও শৃংখলা বিনষ্টকারী দুরারোগ্য মনো ব্যাধির নাম ‘মাল ও মর্যাদার লোভ’। দুনিয়াবী কোন ঔষধ দিয়ে এ রোগ সারানোর কোন উপায় নেই। আল্লাহ্র উপর ভরসাই এর একমাত্র মহৌষধ। এবিষয়ে **মাসিক আত-তাহরীক**-এর দরসে হাদীছ কলামে *(১৯/৭ সংখ্যা মার্চ ২০১৬)* মাননীয় লেখকের অত্র নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে আমরা সম্মানিত লেখকের মাধ্যমে তা পরিমার্জিত করে বই আকারে প্রকাশ করলাম। যা বিষয়বস্তুটিকে আরও পরিণত করেছে। খোলা মনে পাঠ করলে এর মাধ্যমে আল্লাহ্র রহমতে অনেকে উক্ত ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবেন বলে আশা করি।

আল্লাহ মাননীয় লেখক এবং তাঁর পিতা-মাতা ও পরিবারবর্গকে ইহকালে ও পরকালে সর্বোত্তম পারিতোষিক দান করুন- আমীন!

বিনীত
-প্রকাশক

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

মাল ও মর্যাদার লোভ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده، أما بعد :

عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وَسلم : مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِى غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ-

হযরত কা'ব বিন মালেক আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছাগপালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া অত বেশী ধ্বংসকর নয়, যত না বেশী মাল ও মর্যাদার লোভ মানুষের দ্বীনের জন্য ধ্বংসকর।[১] জাবের (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে غَابَ عَنْهَا رِعَاؤُهَا 'যখন ছাগপালের রাখাল অনুপস্থিত থাকে।[২] রাবী হ'লেন, তাবূক যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকা মদীনার সেই বিখ্যাত তিনজন ধনাঢ্য ও নেতৃস্থানীয় আনছার ছাহাবীর অন্যতম যারা যথার্থ কোন অজুহাত ছাড়াই জিহাদে গমন থেকে বিরত ছিলেন। পরে তারা ভুল স্বীকার করে তওবা করেন, যা পঞ্চাশ দিন পরে কবুল হয় এবং তাদের ক্ষমা করে আয়াত নাযিল হয় *(তওবা ৯/১১৮)*।

আলোচ্য হাদীছটি দুনিয়ার লোভে দ্বীন নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেওয়া অত্যন্ত মূল্যবান একটি দৃষ্টান্ত। রাতের বেলা রাখালবিহীন ছাগপালের খোয়াড়ে ঢুকে দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ যেভাবে ইচ্ছামত ছাগল মেরে নাস্তানাবূদ করে। যার হামলা থেকে কোন ছাগলই রেহাই পায় না। অনুরূপভাবে অর্থ-সম্পদ এবং নাম-যশ ও পদের লোভ মুমিনের ঈমানের জ্যোতিকে নিভিয়ে দেয় ও তার দ্বীনকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

হাদীছে মাল ও মর্যাদার লোভের কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেকটিই দুই প্রকার : বৈধ ও অবৈধ।

---

১. তিরমিযী হা/২৩৭৬; মিশকাত হা/৫১৮১। সনদ ছহীহ।
২. বায়হাক্বী, শু'আব হা/১০২৬৮। ইবনু হাজার (রহঃ) এর সনদকে যঈফ বলেছেন (আল-মাত্বালিবুল আলিয়া ১৩/৬৫৭)।

১. মালের লোভ (الحرص علي المال) **:**

এটা প্রথমতঃ দুই প্রকার। (ক) বৈধ পথে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের লোভ করা ও তার জন্য জীবনপাত করা। যেমন উপরোক্ত হাদীছটির প্রেক্ষাপট যা ‘আছেম বিন ‘আদী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, আমি ও আমার ভাই খায়বরের গণীমত সমূহের ১০০টি অংশ খরীদ করি। কথাটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কানে গেলে তিনি অত্র মন্তব্য করেন যা আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।[৩] অতএব অল্পে তুষ্ট থাকতে হবে এবং বৈধভাবে হ’লেও অধিক মাল অর্জনের লোভ করা যাবে না। কেননা তাতে কেবল সময় ও শ্রমের অপচয় হবে এবং আল্লাহ্র দেওয়া আয়ুষ্কালকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা হ’তে বিরত থাকতে সে বাধ্য হবে। এক্ষেত্রে তাকে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, প্রত্যেক বান্দার জন্য আল্লাহ রিযিক বণ্টন করে দিয়েছেন। যা সুনির্দিষ্ট এবং যা থেকে কমবেশী করা হবে না। অতএব পরিমিত ও প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার পর আরও বেশী পাওয়ার আকাংখাকে দমন করতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ- حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ- ‘অধিক পাওয়ার আকাংখা তোমাদের (পরকাল থেকে) গাফেল রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে উপনীত হও’ *(তাকাছুর ১০২/১-২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো‘আ করতেন, اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا ‘হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের পরিবারকে পরিমিত রিযিক দান কর’ [৪]

পক্ষান্তরে লোভী ব্যক্তি যখন মালের পিছনে জীবন শেষ করবে, তখন সে আখেরাতের জন্য কখন সময় দিবে? অথচ হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِى أَمْلأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلأْتُ يَدَيْكَ شُغْلاً وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ ‘হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য অবসর হও। আমি তোমার হৃদয়কে প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দিব এবং তোমার অভাব দূর করে দিব। আর যদি অবসর না হও, তাহ’লে তোমার দু’হাত ব্যস্ত তা দিয়ে ভরে দিব এবং তোমার অভাব দূর করব না’।[৫] কবি বলেন,

---

৩. ত্বাবারাণী কাবীর হা/৪৫৯।
৪. বুখারী হা/৬৪৬০; মুসলিম হা/১০৫৫; মিশকাত হা/৫১৬৪।
৫. তিরমিযী হা/২৪৬৬; ইবনু মাজাহ হা/৪১০৭; আহমাদ হা/৮৬৮১; মিশকাত হা/৫১৭২।

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الْفَقْرَ مِنْ فَقْرِ الْغِنَى + وَلَكِنْ فَقْرُ الدِّيْنِ مِنْ أَعْظَمِ الْفَقْرِ

‘সচ্ছলতা হারানোকে দরিদ্রতা ভেবো না। বরং দ্বীন হারানোই হ’ল সবচেয়ে বড় দরিদ্রতা’।[৬] নিঃসন্দেহে মালের লোভ সকল শত্রুর চেয়ে বড় শত্রু। যা মানুষকে সর্বদা ব্যস্ত রাখে। অথচ তা তার নিজের কোন কাজে লাগে না। যা তাকে আখেরাতের কাজ থেকে বিরত রাখে। অথচ যেটা ছিল তার নিজের জন্য। কেননা অতিরিক্ত যে মাল জমা করার জন্য সে দিন-রাত দৌড়ঝাঁপ করছে, তা সবই সে ফেলে যাবে। কিছুই সাথে নিতে পারবে না, তার নিজস্ব নেক আমলটুকু ব্যতীত। অথচ সে আমল করার মত ফুরছত তার নেই।

কবি হুসাইন বিন আব্দুর রহমান বলেন,

الْمَالُ عِنْدَكَ مَخْزُوْنٌ لِوَارِثِهِ + مَا الْمَالُ مَالُكَ اِلاَّ يَوْمَ تُنْفِقُهُ

‘মাল তোমার কাছে জমা থাকে তার উত্তরাধিকারীর জন্য। আর ঐ মাল তোমার নয়, যতক্ষণ না তুমি তা (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করবে’।[৭] অতএব লোভ হ’ল দু’প্রকারের। ক্ষতিকর লোভ (حِرْصٌ فَاجِعٌ)। যা তাকে আখেরাত থেকে ফিরিয়ে দুনিয়ার কাজে মগ্ন রাখে। আর কল্যাণকর লোভ (حِرْصٌ نَافِعٌ), যা তাকে আল্লাহ্র আনুগত্যের কাজে আকৃষ্ট করে ও সেদিকেই ব্যস্ত রাখে।

(খ) দ্বিতীয় প্রকার মালের লোভ হ’ল, যা অবৈধ ও হারাম পথে উপার্জনে প্ররোচিত করে। এটাকে الشُّحُّ বা কৃপণতা বলে। যা নিন্দিত। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ‘যে ব্যক্তি হৃদয়ের কৃপণতা থেকে বাঁচল, সে সফলকাম হ’ল’ *(হাশর ৫৯/৯)*। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخَلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا– ‘তোমরা কৃপণতা হ’তে বেঁচে থাক। কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্বেকার লোকদের ধ্বংস করেছে। এ

৬. ইবনু রজব হাম্বলী (৭৩৬-৭৯৫ হিঃ), মাজমূ‘ রাসায়েল পৃ. ৬৫।
৭. খতীব বাগদাদী, কিতাবুল বুখালা পৃ. ২২২।

বস্তু তাদের বখীলী করার নির্দেশ দিয়েছে, তখন তারা তা করেছে। তাদের বলেছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে, তখন তারা তা করেছে। তাদের পাপ কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে, তখন তারা তা করেছে'।[৮] জাবের (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ '...এ বস্তু তাদেরকে রক্ত প্রবাহিত করতে প্ররোচিত করেছে (তখন তারা সেটা করেছে) এবং তারা হারামকে হালাল করেছে'।[৯]

একদল বিদ্বান বলেন, الشُّحُّ বা কৃপণতা হ'ল اَلْحِرْصُ الشَّدِيْدُ 'কঠিন লোভ'। যা তাকে বৈধ অধিকার ছাড়াই তা নিতে প্ররোচিত করে। যেমন অন্যের মাল অবৈধভাবে নেওয়া, অন্যের অধিকারে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা। অন্যের ইযযতের উপর হামলা করা ইত্যাদি। মূলতঃ এর অর্থ হ'ল شَرَةُ النَّفْسِ বা প্রচণ্ড লোভ, যা আল্লাহকৃত হারামের প্রতি তাকে প্রলুব্ধ করে। সে তখন তার হালাল মাল, হালাল স্ত্রী বা অন্যান্য বৈধ বস্তুতে তুষ্ট থাকতে পারে না। সে অন্যের অধিকার হরণে হামলে পড়ে। ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত বিশ্বের সর্বত্র আজকের শক্তিমানরা এ কাজ অহরহ করে চলেছে।

এক্ষণে اَلْبُخْلُ বা বখীলী হ'ল, নিজের হাতে যেটা আছে, সেটা না দেওয়া। পক্ষান্তরে الشُّحُّ বা কৃপণতা হ'ল, যুলুম ও শত্রুতার মাধ্যমে অন্যের মাল বা অন্য কিছু গ্রাস করা। এজন্য একে বলা হয়, সকল পাপের শীর্ষ (رَأْسُ الْمَعَاصِىْ كُلُّهَا)। এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) ও অন্যান্য সালাফগণ *(ইবনু রজব ৭০ পৃ.)*। এখান থেকেই হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, لاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيْمَانُ فِى جَوْفِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ 'কোন মুসলিমের হৃদয়ে কৃপণতা ও ঈমান একত্রিত হ'তে পারে না'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, فِى قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا 'কোন বান্দার অন্তরে কখনই'।[১০] অনেক সময়

৮. আবুদাঊদ হা/১৬৯৮।
৯. মুসলিম হা/২৫৭৮; মিশকাত হা/১৮৬৫।
১০. আহমাদ হা/৯৬৯১; নাসাঈ হা/৩১১১; মিশকাত হা/৩৮২৮।

কৃপণতা ও বখীলী একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উভয় শব্দের উৎপত্তিগত পার্থক্য সেটাই, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

অতএব যখন সম্পদের লোভ মানুষকে কৃপণতার স্তরে নামিয়ে দেয় এবং নিজস্ব বখীলী ছাড়াও অন্যের অধিকার হরণে উদ্যত হয়, তখন তার দ্বীন ও ঈমান তলানিতে নেমে যায়। সে ঈমানের কোন স্তরেই আর থাকে না। পশুর সঙ্গে তার কোন পার্থক্য অবশিষ্ট থাকে না।

২. মর্যাদার লোভ (الحرص علي الشرف**) :**

এটি সম্পদের লোভের চাইতে ভয়াবহ। কেননা এটির জন্য মানুষ তার মাল-সম্পদ পানির মত ব্যয় করে। এর জন্য হেন কাজ নেই, যা সে করতে পারে না। এটি দু'ভাগে বিভক্ত।-

(ক) নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও সম্পদ লাভের মাধ্যমে মর্যাদা অর্জন করা : এটি অত্যন্ত ক্ষতিকর বস্তু। যা মানুষকে আখেরাতের মর্যাদা ও কল্যাণ হ'তে বঞ্চিত করে। এর মাধ্যমে সে দুনিয়াতে সর্বত্র ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করে। আল্লাহ বলেন, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ– 'আখেরাতের এই গৃহ (অর্থাৎ জান্নাত) আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি ঐসব মুমিনের জন্য, যারা দুনিয়াতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেনা এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। আর শুভ পরিণাম হ'ল কেবল আল্লাহভীরুদের জন্য' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৩)*।

বস্তুতঃ এমন লোক কমই আছে যারা নেতৃত্ব লাভের মাধ্যমে দুনিয়াবী মর্যাদা কামনা করে না। সেকারণেই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আব্দুর রহমান বিন সামুরাকে বলেন, لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا– 'তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না। কেননা যদি তুমি সেটা চাওয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত হও, তাহ'লে তোমাকে তার দিকে সোপর্দ করা হবে। আর যদি না চেয়ে পাও, তাহ'লে তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে'।[১১] হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ

১১. বুখারী হা/৬৬২২; মুসলিম হা/১৬৫২; মিশকাত হা/৩৬৮০।

(ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ ‘তোমরা সত্বর নেতৃত্বের লোভী হয়ে পড়বে। অথচ সেটি ক্বিয়ামতের দিন লজ্জার কারণ হবে। অতএব কতইনা সুন্দর দুগ্ধদায়িনী ও কতই না মন্দ দুগ্ধ বিচ্ছিন্নকারিনী’।[১২]

এখানে পদমর্যাদাকে দুগ্ধদায়িনী এবং পদ হারানোকে দুগ্ধ বিচ্ছিন্নকারিনী মায়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে। দুই অবস্থাতেই মা যেমন আনন্দ পায়, তেমনি কষ্ট পায়। অনুরূপভাবে পদমর্যাদা লাভ যেমন দুনিয়াতে আনন্দের বিষয়, তেমনি আখেরাতে অনুতাপের বিষয়। কেননা পদমর্যাদার যথাযথ হক বুঝিয়ে দেওয়া সেদিন খুবই কষ্টকর হবে। যা নিঃসন্দেহে লজ্জাকর। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তির এমন কাজে প্রার্থী হওয়া সঙ্গত নয়, যার পরিণাম লজ্জা ও অনুতাপ ছাড়া কিছুই নয়।

হযরত আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ)-এর সাথী দু’জন যখন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট কোন একটি প্রশাসনিক পদ প্রার্থনা করল, তখন তিনি তাদের বললেন, إِنَّا وَاللهِ لاَ نُوَلِّى عَلَى عَمَلِنَا هَذَا أَحَدًا سَأَلَهُ وَلاَ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ ، وَفِىْ رِوَايَةٍ : مَنْ أَرَادَهُ ‘আল্লাহ্র কসম! আমরা আমাদের এই কাজে এমন কাউকে নিযুক্ত করি না, যে পদ চেয়ে নেয়, যে তার লোভ করে বা তার আকাংখা করে’।[১৩]

বস্তুতঃ নেতৃত্ব ও পদমর্যাদার লোভ মানুষকে তা প্রাপ্তির পূর্বে যেমন ফিৎনায় নিক্ষেপ করে, প্রাপ্তির পরে সে তার চাইতে আরও বেশী ফিৎনায় পতিত হয়। কেননা পদপ্রার্থী হওয়ায় সে তা অর্জনের জন্য আগ্রাসী হয়ে ওঠে এবং জান-মাল-ইয্যত সবকিছু বিলিয়ে দেয়।[১৪]

---

১২. বুখারী হা/৭১৪৮; মিশকাত হা/৩৬৮১।

১৩. মুসলিম হা/১৭৩৩; বুখারী হা/৭১৪৯, ২২৬১; মিশকাত হা/৩৬৮৩।

১৪. সম্প্রতি জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট রবার্ট মুগাবে (৯৩) ও মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মুহাম্মাদ (৯২) তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ। দীর্ঘ ৩৭ বছর (১৯৮০-২০১৭) ক্ষমতাসীন থাকা সত্ত্বেও পরবর্তী প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসাবে নিজ স্ত্রীর পক্ষ নেন। ফলে সেনাবাহিনীর চাপে পদত্যাগে বাধ্য হন। অন্যদিকে ড. মাহাথির মুহাম্মাদ ২২ বছর (১৯৮১-২০০৩) প্রধানমন্ত্রী থেকে ‘আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার’ খেতাব পেয়েও নিজের আজীবন শত্রু বিরোধী দলীয় নেতা কারাবন্দী আনোয়ার ইব্রাহীমের দল থেকে মনোনয়ন নিয়ে ২০১৮ সালের শুরুতে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী পদে প্রার্থী হয়েছেন।